মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্রের প্রতিবাদে আন্দুলবাড়ীয়াই বিক্ষোভ মিছিল

ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় মদদে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে চারটার দিকে আন্দুলবাড়ীয়াই ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে আন্দুলবাড়ীয়ার দোয়েলচত্বরে প্রতিবাদ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

ইমাম মুয়াজ্জিনদের নেতত্বে আন্দুলবাড়ীয়ার বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রতিবাদী জনতা বিভিন্ন রকমের বেনার, ফেস্টুন হাতে নিয়ে সমাবেশে যোগদেন। আন্দুলবাড়ীয়ার ইমাম মুয়াজ্জিনের নেতত্বে আন্দুলবাড়ীয়ার প্রধান প্রধান সড়ক গুলো প্রতিবাদী মিছিল নিয়ে প্রদর্শন করেন, এ সময় নিশ্চিন্তপুর থেকে রকির নেতৃত্বে এক বিশাল প্রতিবাদী জনতা মিছিলে যোগদেন।

এই প্রতিবাদ ও মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ পরিষদের সভাপতি মাও. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, আন্দুলবাড়ীয়ার ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, আন্দুলবাড়ীয়া ইউপি চেয়ারম্যান শেখ শফিকুল ইসলাম মোক্তার, পাকা দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাও. মোঃ ওহেদুর জামান, আন্দুলবাড়ীয়া মোহাম্মদিয়া দারুল উলুম কওমি মাদ্রাসার মুহতামিম প্রমুখ।

বক্তারা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে ফ্রান্সের সকল পণ্য বর্জন ও জড়িতোদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

উক্ত মানববন্ধন পরিচালনা করেন মাও. মোঃ তরিকুল ইসলাম। দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে প্রতিবাদ সমাবেশ শেষ হয়। দোয়া পরিচালনা করেন আন্দুলবাড়ীয়া আশরাফিয়া আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ সাইফুজ্জামান।

[redacted]

[redacted]

হরিণাকুণ্ডুতে গলাই ফাঁস দিয়ে কলেজ ছাত্রের আত্মহত্যা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার মহারাজপুর গ্রামের মহন আলীর ছোট ছেলে মাসুদ রানা মুন্না গলাই ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

মঙ্গলবার সকালে নিজ শয়নকক্ষে গলাই ফাঁস দিয়ে এ আত্মহত্যা করেছে বলে জানা গেছে। নিহত মাসুদ রানা হরিণাকুণ্ডু সরকারি লালনশাহ কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র।

প্রতিবেশীদের ধারনা পরিবারিক কলহের কারণে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পিতা-মা’র উপর অভিমান করে এ আত্মহত্যা হতে পারে।

এ ঘটনায় হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রহিম মোল্লা জানান, প্রাথমিক ভাবে আত্মহত্যা বলে ধারনা করা হচ্ছে তবে তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত এসআইকে বিষয়টি ভালো ভাবে ক্ষতিয়ে দেখার জন্য বলা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, লাশ ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে প্রতিবন্ধী শিশুদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

ডিআরআরএ’র আর্থিক সহযোগিতায় এইড ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় ২দিন ব্যাপী প্রতিবন্ধী শিশুদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

শনিবার সকালে ঝিনাইদহে এইড ফাউন্ডেশন এর মিলনায়তনে ৪০ জন ডাউন সিনড্রোম শিশু এবং তাদের অভিভাবকের সমন্বয়ে প্রোগ্রামটি শুরু

করা হয়। প্রকল্পের উপকারভোগী, অভিভাবক ও কর্মীদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লাফ প্রকল্পের ম্যানেজার ডা.তামজিদুল ইসলাম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এইড ফাউন্ডেশনের মানব সম্পদ বিভাগের সহকারি পরিচালক তন্ময় কুমার কুন্ডু, অভিভাবক দল আশার আলো’র সভাপতি জাকিরুল ইসলাম বাবু, প্রকল্প কর্মকর্তা মধু মন্ডল বাকচি, নুরুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রতিবন্ধী শিশু পুনর্বাসন কর্মসূচির সহকারি পরিচালক সুরাইয়া পারভীন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্যকে ইশারা ভাষায় উপস্থাপন করেন প্রকল্পের ইসিডি শিক্ষক মাকছুদা আক্তার স্বর্ণ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কমিউনিটি মোবিলাইজার এনামুল কবির।

এসময় বক্তারা বলেন, সাধারণত ৩৫ বছর বয়সের পর যে সকল দম্পতী সন্তান নেয় এবং ক্রোমজোমগত তারতম্যের কারণে ডাউন সিনড্রোম শিশুর জন্ম হয়। তাই অভিভাবকদের সচেতন ও সিনড্রোম শিশুদের প্রতি বিশেষ পরিচর্যা এবং যত্নবান হওয়া উচিত ।

কালীগঞ্জে খেজুর গাছ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত গাছিরা

চারিদিকে বইছে শীতের আমেজ, সকাল বেলাতে পড়ছে হালকা কুয়াশা। ঘাসের ডগায় জমছে শিশির কণা। এই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সবাই যখন কাঁথার নিচে উষ্ণ বিছানায় ঘুমাচ্ছে, ঠিক সে সময় এক দল মানুষ বেরিয়ে পড়েছে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের প্রসিদ্ধ খেজুর রস আহরণের জন্য গাছ প্রস্তুত করতে।

আহা খেজুরের রস, বিকাল বেলা গাছ কেটে তাতে পোড়ানো মাটির হাড়ি ঝুলিয়ে রাখা, সারারাত টপ টপ করে ফোটা ফোটা খেজুর রস জমা হয় হাড়িতে। ভোর হওয়ার সাথে সাথেই গাছিরা চলে যায় খেজুর গাছ থেকে

খেজুর রস ভর্তি মাটির হাড়ি নামিয়ে রস সংগ্রহ করতে।

স্থানীয় ভাষায় ছিকে-বাঁকে করে রসের হাড়ি বাড়ি আনতে আনতে ভালো মতই দিনের আলো ফুটে যায়। কাচা রস খাওয়ার জন্য উৎসাহ ভরে বসে আছে বাড়ির বৃদ্ধ বনিতা, ছেলে মেয়ে সকলে। কাচা রস খাওয়ার পর অবশিষ্ট রস দিয়ে শুরু হয় এ অঞ্চলের নামকরা খেজুর রস প্রস্তুতির কাজ। রস বিশাল হাড়ি বা তবালে জ্বালিয়ে তৈরি হয় সুমিষ্ট খেজুর গুড়।

কথা গুলো হচ্ছিলো উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রাম নিবাসী মোস্তফা গাজীর সাথে, জানান ছোটোবেলা থেকেই তিনি খেজুর গাছ কাটেন, একসময় ছিলো শখ এখন নেশার সাথে হালকা উপার্জনের মাধ্যম। জানান কাচা রস ভর্তি মাটির ভাড় প্রতি ১০০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করেন, রস জ্বালিয়ে গুড় বা পাটালি করে কেজি প্রতি বিক্রি করেন ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত। তবে এখন রস জ্বালিয়ে বিক্রি করে লাভের পরিমাণ খুব সামান্য হয়ে গেছে।

বাংলা কার্তিক মাসে শীতের আমেজ পড়লেই গাছ তোলা বা কাটার প্রস্তুতি শুরু করেন। অগ্রহায়ণ মাসের শুরু থেকে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করেন। একটি গাছ থেকে এ কয়েক মাসে ১০-১২ কেজি পর্যন্ত খেজুর গুড় তৈরি করা যায়। তৈরি গুড় বিক্রি করেন কালীগঞ্জের বৃহত্তম গুড়ের হাট বারোবাজারে, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাইকাররা এসে কিনে নেন এসব গুড়। অনেক সময় স্থানীয়দের মাঝেও বিক্রি করেন।

কালীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায় বর্তমানে খেজুর গাছের পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে, গাছিদের সংখ্যাও কমে আসছে দিন দিন, অনেক গাছি বলেন, সরকারি সামান্য সাহায্য সহযোগিতা পেলেও খেজুর গুড় তৈরিতে আগ্রহী হবেন অনেকে, দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি সম্ভব হবে বাইরের দেশেও।

ঝিনাইদহে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও

মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস উপলক্ষে র্যালী

‘আমার রক্ত শত ধমনীতে আনবে নতুন প্রাণ, অন্ধ আখিঁতে রশ্মি জ্বালাতে করবো দৃষ্টিদান’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস পালিত হয়েছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে সোমবার সকালে সিভিল সার্জনের কার্যালয় চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম, মেডিকেল অফিসার ডা: প্রসেনজিৎ বিশ্বাস পার্থ, সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার ওয়াহিদুজ্জামান, ডা: তোফাজ্জেল হোসেন ম্যাটস’র অধ্যক্ষ আরিফ আহম্মেদসহ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখেন।

এসময় বক্তারা, অপমৃত্যু রোধ করতে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও দৃষ্টিহীনদের চোঁখের আলো ফেরাতে মরণোত্তর চক্ষুদান করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহে সরকারী বিদ্যালয় বন্ধ ! কিন্তু থেমে নেই টিফিনের টাকা আদায়

দীর্ঘ সময় ধরে করোনা মহামরীর কারণে বিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও ঝিনাইদহ সরকারী বালক এবং বালিকা বিদ্যালয়ে আদায় করা হচ্ছে টিফিন ফি, বেতন, ল্যাব ফিসহ সকল আনুসাঙ্গিক খাতের টাকা। ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ে প্রায় ১৬০০ ছাত্র এবং বালিকা বিদ্যালয়ে ১৬৬০ ছাত্রী অধ্যায়ন করে। তাদের কাছ থেকে প্রতি মাসে সরকারী বেতন ছাড়াও টিফিন ফি ৭৫ টাকা, কম্পিউটার ফি ২০, অত্যাবশ্যকীয় ব্যয়

খাতে ২০টাকা আদায় করা হয়।

তাছাড়া বছরের শুরুতে সরকারী ফি বাদে একজন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে ভর্তির সময় স্কুল কর্তৃপক্ষ বেসরকারী খাতে ১২১৫টাকা নিয়ে থাকে। সবমিলে একজন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে বছরে বেসরকারী খাতে ২৫৯৫ টাকা নেওয়া হয় যার একটি টাকাও সরকারী কোষাগারে জমা হয়না। এছাড়াও বার্ষিক ডিনার বা শিক্ষা সফর তো আলাদাই রয়েছে।

ঝিনাইদহ সরকারী বালক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী অনুযায়ী এবছর বার্ষিক আয় হবে ৪১লাখ ৫২হাজার টাকা এবং বালিকা বিদ্যালয়ে আয় হবে ৪৩লাখ ৭হাজারের কিছু বেশী।

এবছর করোনা মহামারীর কারণে মার্চের ১৭ তারিখ থেকে স্কুলের সকল কার্যক্রম বন্ধ একটানা ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত। তাছাড়া ফেব্রুয়ারীর ১তারিখ থেকে এস এস সি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে প্রায় ১মাস ১০দিন বন্ধ ছিল স্কুল দুটি।

এবছর খোলার সম্ভাবনা একেবারেই নেই, কারণ ইতোমধ্যেই বার্ষিক পরীক্ষা হবেনা বলে ছাপ জানিয়ে দিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী ড. দিপু মনি। শুধু মাত্র জানুয়ারী মাসে স্কুল চালু থাকলেও ১২মাসের টিফিনসহ অন্যান্যসব ফিস আদায় করা হচ্ছে বলে অভিভাবকরা অভিযোগ করেন।

এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে টিফিন ফিসহ ও অন্যান্য আনুসাঙ্গীক ফি আদায় করায় ক্ষোভে ফুসে উঠছে অভিভাবকরা। তারা জানান টিফিন খরচ ফেরতসহ অন্যান্য আনুসাঙ্গীক ফিস কমানোর ব্যাপারে যদি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহন করা না তাহলে তারা আন্দোলনের ডাক দেবেন।

এব্যাপারে ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সেখ সফিয়ার রহমান বলেন অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও আমরা টিফিন ফিসসহ অন্যান্য ফি নিচ্ছি তবে এটা বেসরকারী ফিস হলেও আমরা শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অনুমতি স্বাপেক্ষে নিয়ে থাকি, না নেওয়ার ব্যাপারে এখনো কোন নির্দেশণা পাইনি।

সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক লক্ষী রানী পোদ্দার বলেন, পূর্বের নিয়মানুসারে আমরা এসব ফিস নিচ্ছি যদি এর পরিবর্তণ হয় তাহলে আমরা সেটা অভিভাবকদের জানিয়ে দেব।

ঝিনাইদহে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামের বেহাল দশা

ঝিনাইদহে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়াম ঘিরেই জেলার সকল খেলাধুলার আয়োজন হয়ে থাকে। এই মাঠ থেকেই অনেক জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড় তৈরি হয়েছে। তারা দেশের বিভিন্ন খেলায় প্রতিনিধিত্ব করে সুনাম বয়ে নিয়ে এসেছে।

বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়াম, গত দুই বছরে একেবারেই পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। করোনা মহামারির কারণে ও গত কমিটির মেয়াদ ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে শেষ হবার পর কোনো খেলাধুলা না হওয়ায় এক প্রকার শ্রী হীন অবস্থায় রয়েছে স্টেডিয়ামটি। স্টেডিয়ামের গ্যালারিসহ মাঠের মধ্যে চারপাশ ঝোপ জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। গরুর খাবারের জন্য মাঠ থেকে ঘাস কেটে নিয়ে যাচ্ছে এলাকার লোকজন।

সাবেক এক ফুটবল খেলোয়াড় বলেন খেলাধুলা নেই নিধিরাম সরদার শুধু চেয়ারটা নিয়ে চলে রাজনীতি, দেশে কত সংবাদপত্র কেউ একটু লেখে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তাদেরই রাজনৈতিক কার্যালয় বনে যায় স্টেডিয়ামটি। মাঠের দক্ষিণ দিকে ক্রিকেট প্র্যাকটিসের জন্য দুইটি নেট আছে । মটরসাইকেল পার্কিং করার জন্য ক্রিকেট খেলোয়াড়রা ঠিক মত প্র্যাকটিস করতে পারে না।

জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন জেলা ক্রীড়া সংস্থার মর্জি মাফিক সদস্য না থাকায় ডিএফএ কে মাঠ ব্যবহার করতে দেয়া হয়না । ডি এফ এর কার্যক্রম তাই স্কুল, কলেজ ও পাড়া মহল্লার মাঠ কেন্দ্রীক। ডি এফ এর ব্যানারে কোনো ইভেন্টই করতে দেয়া হয়না এই মাঠে। ২০১৬ সালের পর থেকে জেলা ক্রীড়াসংস্থার অধীনে কোন ফুটবল লীগ হয়নি। যেহেতু জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের অধীনে ফুটবল খেলা হয় সেই জন্য জেলা ক্রীড়াসংস্থা ফুটবল লীগ আয়োজন করে না। ২০১৭-২০১৮ মৌসুমে সর্বশেষ ক্রিকেট লীগ হয়। তবে স্কুল ক্রিকেট ও বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট প্রতি বছর নিয়মিত হয়, করোনার কারণে সেটাও বন্ধ আছে।

দুঃস্থ এবং অসচ্ছল খেলোয়াড়, সংগঠক ও প্রশিক্ষকদের আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। খেলায় ফিরে আসার জন্য আমরা কাজ শুরু করেছি, খুব শীঘ্রই স্টেডিয়াম সরব হবে বলে আশা করছি।

কালীগঞ্জে যুবকদের মাঝে ঋণের চেক বিতরণ

“মুজিববর্ষের আহ্বান, যুব কর্মসংস্থান” এই প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে কালীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আলোচনা সভা ও যুব ঋণের চেক বিতরণ অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

শনিবার সকাল ১১ টায় উপজেলা মিলনায়তনে চেক বিতরণ ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় ২০ জন যুবকের মাঝে মোট ১৩,৭০,০০০/- টাকার ঋণের চেক প্রদান করা হয়।

আলোচনা সভা ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-৪ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোঃ আনোয়ারুল আজীম আনার এবং সভাপতিত্ব করেন কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সূবর্ণা রাণী সাহা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ জাহাঙ্গীর সিদ্দিক, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ শিবলী নোমানী।

ঝিনাইদহে ফজের বিশ্বাস

ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সেলাই মেশিন বিতরণ

“মানুষের জন্য আমরা, মানুষের পাশে আমরা” এই শ্লোগানে ঝিনাইদহ ফজের বিশ্বাস ফাউন্ডেশন গরীব পরিবারের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করেছে।

রবিবার সদর উপজেলার বংকিরা গ্রামে এই সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সিনিয়র সাংবাদিক আসিফ ইকবাল কাজল, মহাসচিব উন্নয়নকর্মী তুহিন আফসারী, প্রধান উপদেষ্টা বঞ্চিত সংগঠনের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা বিদ্যুৎ, প্রধান পরামর্শক আতিক টুটুল, আসাফ-উদ-দৌলা মাসুম, রানা আফসারী, আসাদুজ্জামান বিশ্বাস, বাবলুর রহমান, রেজাউল করিম, রোকনুজ্জামান ও শাহিন বিশ্বাসসহ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, গ্রামের উন্নয়ন ছাড়াও এই সংগঠন সমাজের বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে স¦◌াবলম্বী করতে সেলাই মেশিন প্রদান, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগ করে গ্রামের রাস্তা উন্নয়ন, বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতা করে দিতে সহায়তা প্রদান করেন। করোনাকালীন ফজের বিশ্বাস ফাউন্ডেশন গ্রামের মানুষের মাঝে খাবার, নগদ টাকা ও কাপড় বিতরণ করে।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সাধুহাটী ইউপি চেয়ারম্যান ও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সমাজের দানশীল মানুষের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিয়ে ফজের বিশ্বাস ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে।